Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 259 - 263
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 259 - 263
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

সুকুমারী দত্ত : বাংলার প্রথম মহিলা নাটককারের দৃষ্টিতে ঔপনিবেশিক চেতনা

বিমান দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, নাকাশিপাড়া, মুরাগাছা
Email ID: dasbiman703@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Colonial Time, Tragedy, Bellik, Nationalism, Young Bengal, Government Job, Women Education, Child Marriage, Modernism.

Keyword
Colonial Time, Tragedy, Bellik, Nationalism, Young Bengal, Government Job, Women Education, Child Marriage, Modernism.

Abstract
Sukumari Dutta was one of the first five actresses of the professional theatre stage. She became so popular by acting in the play 'Sharat Sarojini' that her name became Golapsundari after the character of the play. Apart from acting, he also wrote a play. The name of the play is 'Apurba Sati'. Sukumar Sen says the play 'Apurba Sati' is not the work of Sukumari Dutta. But later various researchers proved that the play was authored by Sukumari Dutta herself. If we enter the main theme of the play, it will be seen that the play was first written as a tragedy play. The play begins with several intellectual thoughts. And seeing this erudite beginning, Sukumar Sen felt that this composition was not possible for an almost illiterate woman from Patitapalli. However, his argument was later refuted. In the play, it is shown how women's consciousness as well as men's thinking has changed during the colonial era. Besides, various social reform topics of that time have also come up in this play. So this drama is significant enough to understand the colonial period and society. Discussion This article discusses in detail how the image of that time has come up in this play.

Discussion

প্রায় ২০০ বছরের ইংরেজ শাসনে আমরা হয়েছি আধুনিক। কারণ ধর্মের জায়গায় বিজ্ঞান, আবেগের জায়গায় যুক্তি, ভাগ্যের জায়গায় কর্ম আর পরমুখাপেক্ষিতার জায়গায় স্থান হয়েছে আত্মনির্ভরতার। ঔপনিবেশিক শাসকরা নিজেদের স্বার্থে, শাসিত দেশে যা কিছু করে, তার পরোক্ষ লাভ ঘটে সেই দেশের মানুষেরও। যেমন, এ দেশে ইংরেজরা তাদের বিনোদনের জন্য থিয়েটারের ধারণা নিয়ে এসেছে। আর বাঙালি জমিদার শ্রেণি নিজের আভিজাত্য ও ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য দেখানোর জন্যে দেশীয় যাত্রার পরিবর্তে বিদেশি থিয়েটারের ধাঁচে মঞ্চাভিনয়ের আয়োজন শুরু করেছে। আমরা সকলেই জানি, সময়ের দাবি মেনে মঞ্চে যখন পুরুষদের দিয়ে মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় ক্রমশই জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে, আর অনিবার্য হয়ে উঠছে অভিনেত্রীর ভূমিকায় মেয়েদের গ্রহণযোগ্যতার, তখন কোনো সাধারণ ঘরের মেয়েরা অভিনয়ের জগতে আসছে না। এর কারণ, অভিনয়ের জগতে মেয়েদের সমাজের দেগে দেওয়া চারিত্রিক কলুষের ভয়। আর সেই সময়েই বেঙ্গল থিয়েটার সাহসী পদক্ষেপ নিচ্ছে - পতিতালয় থেকে জগত্তারিণী, গোলাপ, এলোকেশী ও শ্যামা -এই চারজনকে অভিনেত্রী হিসাবে গ্রহণ করে। এর মধ্যে গোলাপ অর্থাৎ সুকুমারী দত্তই সবচেয়ে বেশি অভিনয় দক্ষ। 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকে অভিনয় করে তিনি এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন যে, সেই নাটকচরিত্র 'গোলাপসুন্দরী'- নামেই তিনি অধিক পরিচিত হয়ে ওঠেন। তিনি বহু নাটকে অভিনয় করেছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'পুরুবিক্রম', 'অশ্রুমতি', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' – এ সব নাটকে অভিনয় করে তিনি খ্যাতি পেয়েছেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি 'অপূর্ব্ব সতী' নামে একটি নাটকও রচনা করেছেন। নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ৩রা শ্রাবণ ১২৮২ বঙ্গাব্দে। বহুবছর এই নাটকটি জনমানসের আড়ালে থাকার পর, ১৯৯২ সালে 'পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি' থেকে বিজিতকুমার দত্তের সম্পাদনায় এটি গ্রন্থাকারে পুনঃপ্রকাশিত হয়।

এ নাটকের রচয়িতা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (৩য় খণ্ড) - গ্রন্থে দাবি করেছেন এই নাটকটি সুকুমারী দত্তের রচনা নয়। তিনি কেবল লেখার লক্ষণ, নামভূমিকায় উৎকট পাণ্ডিত্য এবং সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার দেখে মনে করেছেন - সে সময়ের মেয়েদের পক্ষে এমন রচনা সম্ভব নয়। তাই তিনি দাবি করেছেন -

> "অপূর্ব্ব সতী নাটিকাটিকে উপেন্দ্রনাথ দাসের দ্বিতীয় রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি।"[১]

তিনি বলেছেন -

> "সে সময়ে মহিলাদের রচনা বলিয়া যাহা প্রকাশিত হইত তাহার অধিকাংশই পুরুষের বেনামি লেখা। উর্বশী নাটক সম্বন্ধে সে অভিযোগ চলে না"[২]

এটুকু বলেই তিনি থেমে গিয়েছেন এবং সিদ্ধান্তে এসেছেন – 'দ্বিজতনয়া'র 'উর্বশী নাটক' (১৮৬৬) প্রথম মহিলা রচিত নাটক। তাঁর এই দৃঢ় মতামতের সপক্ষে কোনো যুক্তি দেননি। অথচ আমরা সকলেই জানি কামিনীসুন্দরী দেবী 'দ্বিজতনয়া' ছদ্মনামটি ব্যবহার করছেন নাটকটি প্রকাশের সময়। তাহলে তিনি কোন যুক্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন! অন্যদিকে, সুকুমারী দত্ত স্বনামেই নাটক রচনা করছেন। শুধু রচনা শৈলী দেখে কি বলা যেতে পারে, সুকুমারী দত্ত এই নাটকটি রচনা করতে পারেন না? এই প্রশ্ন অনেকেই আগে তুলেছেন। অনেকের গবেষণাতেই উঠে এসেছে সুকুমারী দত্তই 'অপূর্ব্ব সতী' নাটকটি রচনা করেছেন। এ কালের অমিত মৈত্র, সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়ের মতো মানুষেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। আমরাও তাদের যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তের সাথে সহমত পোষণ করছি। অভিনেত্রী সুকুমারী দত্ত সম্পর্কে বিস্তৃত একাধিক আলোচনা আমরা বিভিন্ন নাট্যবিষয়ক গ্রন্থে পেয়ে যাবো। ফলে সেই আলোচনার পৌনঃপুনিকতা এখানে বর্জন করাই ভালো। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাবো, এই সব গ্রন্থে নাটককার সম্পর্কে যতটা বলা হয়েছে, তাঁর রচিত নাটক সম্পর্কে ততোধিক কম বাক্য ব্যয়িত হয়েছে। তাই আমরা এখানে নাটক সম্পর্কেই আলোচনা করবো।

নামপত্রে নাটকের বাংলা নামের নীচে লেখা হয়েছে 'CASTUS MIRABILLIS', যা নাটকের নামের লাতিন শব্দের রূপ এবং সেখানে নাটকটিকে 'TRAGEDY' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি - গ্রিক ট্রাজেডি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 259 - 263
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নাটকের অনুকরণে এই নাটকটি রচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু নাটকটি পড়লে আমরা দেখতে পারবো চরিত্র ও প্লট নির্মাণের দুর্বলতার জন্য এটি যথার্থ ট্রাজেডি হয়ে উঠছে না। ইংরেজি নাটকের ধাঁচার অনুকরণে ট্রাজেডি রচনার ব্যর্থ প্রয়াস কোথাও ঔপনিবেশিক মানসিকতারই পরিচায়ক। এই নাটকের ভূমিকায় আমরা উল্লেখ পাই, 'বোধসাধ্য দেবরঞ্জন' অর্থাৎ বাইরের নয় অন্তরের সৌন্দর্যে, জগত-সংসারকে সুন্দর করে তোলাই নারীর লক্ষ হওয়া উচিত। ভারতীয় নারীর বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্যের ধারণার বিপরীতে পাশ্চাত্য 'Inner Beauty' -র ভাবনা পেলাম এখানে। আর এই সৌন্দর্যের বিচ্ছুরণ ঘটবে কোথা থেকে, স্বয়ং নাটককারই আমাদের শুনিয়েছেন -

> "তোমরা শিক্ষিত- উন্নতমনা, তোমাদের উচ্চশিক্ষা, শিক্ষিতমন এখন কোন ভূষা প্রত্যাশী?"[৩]

অতএব আমরা বলতে পারি- শিক্ষিত, উন্নতমনস্ক নারীদের উদ্দেশ্য করেই এ নাটক। কারণ নাটকের ভূমিকায় 'পাঠিকাগণ'কে উদ্দেশ্য করেই এত কথা বলা হয়েছে। নারীর এই স্বর কি এত স্পষ্টভাবে ঔপনিবেশিক যুগের আগে শোনা গিয়েছে? এ নিয়ে জিজ্ঞাসা থাকতেই পারে।

নারীশিক্ষা মেয়েদেরকে প্রশ্ন করতে শেখায়, সেটিও মনে হয় উপনিবেশবাদেরই দান। নাটকের প্রথমেই আমরা দেখবো নায়িকা নলিনী তার প্রতিবেশী তরলার সাথে কথোপকথন প্রসঙ্গে বলে,

> "সামান্য অজ্ঞলোকে বিবেচনা করে যে, স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নেই। কিন্ত হায়! জগতপিতা কি তাঁহাদিগকে এত নীচ উপাদানে সৃজন করিয়াছেন যে তাঁহারা পুরুষ হইয়া স্ত্রীশিক্ষার অপূর্ব্ব মহিমা স্পষ্ট দেখিয়াও দেখিতে পান না? স্ত্রীলোকের মন সতত চঞ্চল কিন্তু দৃঢ়রূপে একবার একবিষয়ে সংস্কারাবদ্ধ হইলে চিরজীবন অটল থাকে।"[৪]

মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে এখানে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। তাই বিদ্যালয়ে পড়া নলিনী কিছুতেই চায় না তার মায়ের মতো পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতে। আর একান্তই যদি সে মায়ের ইচ্ছাকে প্রতিহত করতে না পারে, তাহলে নিজেকে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পন করাই শ্রেয় বলে তার মনে হয়। এ কথা শুনে তরলা ভাবে নলিনী আত্মহত্যার কথা ভাবছে। নলিনী তাকে স্পষ্ট করে বলে -

> "আমি এমন নিকৃষ্ট আর ভীরুস্বভাবা নই যে বিদ্যার অমূল্য গৌরব নষ্ট করবো। মন আমার -এ কিছু আর বশীভূত নয়।"[৫]

শিক্ষা নারীর ভাবনাকে কতটা দৃঢ় করে তুলতে পারে উপরিউক্ত কথাটিই তার প্রমাণ। উপনিবেশ কালের নারী শিক্ষাই নারীর মধ্যে এই চারিত্রিক দৃঢ়তা এনেছে।

ঔপনিবেশিক কালপর্ব নারীর চেতনার পাশাপাশি পুরুষের চিন্তা-চেতনাতেও এনেছে মৌল পরিবর্তন। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে কৃষ্ণকিশোর বাবু আর মহেশ ভট্টাচার্য্য-এর কথোপকথনেই তা উঠে এসেছে। কৃষ্ণকিশোর বাবু তাঁর উনিশ বছরের ছেলে চন্দ্রকেতুর (এ নাটকের নায়ক) তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে চান, কারণ -

> "ছেলে বেটারা দুপাতা ইংরাজী পড়েই বাবু হয়ে পড়বে, আর বলে বসবে আমি বিবাহ করব না। "বাল্য বিবাহ মহা পাপ" ইত্যাদি বার সতর নানা কথা উপস্থিত করবে।"[৬]

মহেশ ভট্টাচার্য্য এর সাথে আরো বলেন -

> "একেবারে করব না এমন বলে নাই, বলে আমি 'হিন্দুমতে বিবাহ করব না—"[৭]

নব্য শিক্ষিত এই যুবকরা তাদের ভাষায় দু'পাতা পড়া 'বেল্লিকা' বিয়ে করতে চায়। উনিশ শতকের এই ঔপনিবেশিক সময় পর্বে বাংলার শিক্ষা-সমাজ-সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্য ভাবনার আদর্শে যে নব্য হিন্দু সমাজের গঠন হচ্ছে তা কতটা ভালো বা খারাপ - সেটা নিয়ে প্রশ্ন থাকতেই পারে, কিন্তু সমাজে যে পরিবর্তন সে সময় দেখা দিয়েছিল তা ভারতীয় ঐতিহ্যের সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব-সংঘাতেরই নামান্তর।

এই ঔপনিবেশিক কালপর্বেই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুকরণে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য যুবকদের প্রকাশ্য মদ্যপান আর বেলেল্লাপনার নিদর্শন গোটা উনিশ শতাব্দী জুড়েই পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিকতার নামে এই অপসংস্কৃতির

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 259 - 263
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রতিবাদও তখন হয়েছিল। সমাজ তখন দ্বিধাবিভক্ত। একদিকে ছিল এই নাটকেরই তরুবাবুর মতো মানুষ, যারা মদ খাওয়ার প্রশংসা করে বলে -

> "তাহারা কি সকলেই মূর্খ? দেশে, দেশে, প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে সুরাপাননিবারিণী সভা সত্ত্বেও, তাহাদের মদ্যপানের কারণ কি? ইহা দ্বারা আমাদের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। এ দ্বারা আমরা এত উপকার প্রাপ্ত হই, যে প্রকৃত পরম বন্ধু হইতেও তাহা পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।"[৮]

আবার অন্যদিকে হরেকৃষ্ণ বাবুর মতো মানুষেরা বলে -

> "কৈ ভাই আমি তো এ দ্বারা কিছুই উপকার দেখতে পাইনা উপকারের মধ্যে কেবল জ্বর, পিলে, যকৃত, রক্তামাশা, শ্বাস কাশ, আর দুঃখের মধ্যে এই যে কেবল বদনাম কেনা!"[৯]

অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মধ্যে মতপ্রকাশের যে যুক্তিগ্রাহ্যরূপ আর সমাজ সচেতনতা - ঔপনিবেশিক সময় পর্বেই সেটি বিকশিত হয়েছে।

এক দেশের ভৌগলিক-সামাজিক-সংস্কৃতির ওপর অন্য দেশের অধিকারকেই বলে উপনিবেশবাদ। অর্থাৎ পরাধীনতার শৃঙ্খলাই ঔপনিবেশিকতার মূল চাবিকাঠি। আর এর বিপরীতেই থাকে স্বাধীনতার ধারণা। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনেই আসে স্বাধীনতা। এই নাটকে তরুবাবুর মুখ থেকেই শোনা যায় সে কথা -

> "বল কি বাবা! এ না থাকলে কি এই ইংরেজ বেটাদের নাতিঝেঁটা খেয়ে গোলামের মত দাসত্ব স্বীকার কত্তে পাত্তে! আর এ এক প্রকার ঘুষ বল্লেও হয়। আর দেখতে পাচ্ছনা young reformer's liberty club-এর member রা এতে রত নয় বলে থেকে থেকে 'ভারত স্বাধীন করব-ভারত স্বাধীন করব' বলে ক্ষেপে উঠেন।"[১০]

জাতীয়তাবোধের এই ধারণা পাশ্চাত্য থেকেই যে এসেছে, আমরা সকলেই সেই সম্পর্কে অবগত।

রুজি-রুটির দিক থেকেও ঔপনিবেশিক ভাবনা আমাদের চিন্তা চেতনাকে অধিকার করেছিল তা বলাই যায়। ধর্মের জায়গায় কর্ম-উপার্জনের জায়গা নিচ্ছে, এ নাটকের একটি দৃষ্টান্ত দিলেই তা বোঝা যায়। নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে, একজন বৈষ্ণব লোক গান গাইতে গাইতে তরুবাবুর কাছে পয়সা চাইতে আসলে, সে বলে -

> "ওহে তোমার এমন শরীর, কাণা খোঁড়া না, দেখতে এমন সণ্ডা মার্কা, বেশ চাকরী করে খেতে পার, মিছে কেন লোকের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াচ্চ? আজকাল আর গৌর নামে কিছু পটে না বাবা।"[১১]

ঔপনিবেশিকতাই বাঙালিকে অর্থ উপার্জনের নামে চাকরির দাসত্ব শিখিয়েছে, যার রেশ আজও সমাজে প্রবল।

ঔপনিবেশিক সময়ের সমাজ চেতনার পাশাপাশি আরো বহুস্বর উঠে এসেছে এই নাটকে। আলোচনার একমুখিতার জন্য সেসব দিকগুলো অনালোচিত থেকে গেল। তবে পরিশেষে বলতে হয় যে, একজন নারী অল্প-শিক্ষিতা হয়েও যেভাবে নারীশিক্ষা, সমাজ-সংস্কার প্রসঙ্গগুলি এই নাটকে এসেছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। হয়তো এই নাটকে প্রকৃত নাট্যগুণের অভাব রয়েছে, তবুও বলতে হয় সমাজ চেতনা এই নাটকের মধ্যে যেভাবে উঠে এসেছে, উনিশ শতকের উপনিবেশবাদকে জানার জন্যে তা সত্যিই অপরিহার্য।

Reference:

১. সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, সপ্তম মুদ্রণ, কার্তিক ১৪১৬, পৃ. ৩৩৬

২. সেন, সুকুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

৩. দত্ত, সুকুমারী, অপূর্ব্বসতী নাটক, আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পা), অবিদ্যার অন্তঃপুরে : নিষিদ্ধ পল্লীর অন্তরঙ্গ কথকতা, শোভা প্রকাশ, ঢাকা-১১০০, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ৩৩৯

৪. দত্ত, সুকুমারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 259 - 263
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৫. দত্ত, সুকুমারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫
৬. দত্ত, সুকুমারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২
৭. দত্ত, সুকুমারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২
৮. দত্ত, সুকুমারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২
৯. দত্ত, সুকুমারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২
১০. দত্ত, সুকুমারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২
১১. দত্ত, সুকুমারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯

Bibliography:

দত্ত, সুকুমারী, 'অপূর্ব্বসতী নাটক', আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পা), 'অবিদ্যার অন্তঃপুরে : নিষিদ্ধ পল্লীর অন্তরঙ্গ কথকতা', ঢাকা
১১০০, শোভা প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১০
সেন, সুকুমার, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ৩য় খণ্ড, কলকাতা ০৯, আনন্দ পাবলিশার্স, কার্তিক ১৪১৬
মৈত্র, অমিত, 'রঙ্গালয়ে বঙ্গনটী', কলকাতা ০৯, আনন্দ পাবলিশার্স, জুন ২০১২
চৌধুরী, দর্শন, 'বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস', কলকাতা ০৯, পুস্তক বিপণি, সেপ্টেম্বর ২০১১